রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৬, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/০৬ জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২১৭-আইন/২০০৮।—Control of Essential Commodities Act, 1956 (E.P. Act No. 1 of 1956) section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আদেশ চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,—

(ক) "আইন" অর্থ Control of Essential Commodities Act, 1956 (E.P. Act No. 1 of 1956);

(খ) "ছাঁটাই" অর্থ ধান হইতে খোসা অপসারণ এবং খোসা অপসারিত চাউল মসৃণকরণের যে কোন প্রক্রিয়া;

(গ) "ফরম" অর্থ এই আদেশের সহিত সংযুক্ত ফরম;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ঙ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এই আদেশের অধীন কোন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

৩। **সরকার কর্তৃক চাউল সংগ্রহকরণ।**—সরকার অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাউল কল মালিকগণের নিকট হইতে সময় সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৪। **ধান ছাঁটাইকরণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ।**—(১) সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি দ্বারা ধান ছাঁটাইকরণ, ধান ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় এবং চাউলজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) সরকার এই আদেশের অধীন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন বা মূল লাইসেন্স বিবর্ণ, হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবে।

(৩) সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা এই আদেশের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের ফিস নির্ধারণ, ফিস পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং লাইসেন্সের বৈধতার সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) এই আদেশের অধীন লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট ফরম-১ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ(১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার ফরম-১ এ প্রদত্ত তথ্য যাচাইপূর্বক আবেদনকারীকে ফরম-২ তে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ধান ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যশস্য সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার চাউল কলে ছাঁটাই করিতে পারিবে না।

(৪) প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার চাউল কলে মজুদ, সংগৃহীত, ছাঁটাইকৃত, বিলিকৃত এবং অবশিষ্ট ধান ও চাউল সম্পর্কে প্রতি পনের দিন অন্তর একটি প্রতিবেদন ফরম-৩ এ এবং চাউল কলের জন্য মজুদকৃত ধান ও চাউলের পরিমাণ ও গুদামের অবস্থান সম্পর্কে ঘোষণাপত্র ফরম-৪ এ সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন দাখিলকৃত কোন প্রতিবেদন বা বিবরণীতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তিনি আইনের ধারা ৬ এর অধীন দণ্ডিত হইবেন।

৬। **ব্যবসা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী।**—(১) এই আদেশের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তাহার ব্যবসা পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সরকারের নিকট লিখিত আবেদনক্রমে তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্স প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে আবেদনকারী ব্যক্তির লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন লাইসেন্স প্রত্যাহার করিবার পর আবেদনকারী ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৭। **ধান ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত বিধান।**—লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ধান ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় ও বিতরণ সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করিবেন।

৮। **চাউল ক্রয় চুক্তি সংক্রান্ত বিধান।**—সরকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সহিত ছাঁটাইকৃত চাউল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ ছাঁটাইকৃত চাউল সরকারের নিকট সরবরাহ করিবেন।

৯। **সরকারের নিকট চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান।**—অনুচ্ছেদ ৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহার চাউল কল হইতে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ও পরিমাণে ছাঁটাইকৃত চাউল সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকারের নিকট উক্তরূপ ছাঁটাইকৃত চাউল সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। **লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে ধান ক্রয় সংক্রান্ত বিধান।**—লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত কোন স্থান হইতে ধান ক্রয় করিলে উক্ত ব্যক্তি সরকারকে ফরম-৫ এ উক্ত ক্রয় সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

১১। **লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ।**—(১) এই আদেশের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত বা এই আদেশের কোন বিধান লংঘন করিলে, সরকার, পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদানপূর্বক উক্ত ব্যক্তির লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল বা ক্ষেত্রমত বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত আপীল বা পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। **চাউল কল পরিদর্শন, ইত্যাদি।**—(১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাউলকলে মজুদকৃত চাউল ও ধান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাউলকল পরিদর্শন এবং ধান ও চাউলের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান অনুযায়ী পরিদর্শনের সময় লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি পরিদর্শনকারী ব্যক্তিকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

১৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।**—এই আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আদেশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bengal Rice Mills Control Order-1943, অতঃপর বিলুপ্ত order বলিয়া উল্লিখিত, রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও বিলুপ্ত order এর অধীন গৃহীত সকল কার্যক্রম এই আদেশের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-১

[অনুচ্ছেদ ৫(১) দ্রষ্টব্য]

ছবি

চাউল কল লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফরম

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

.....

.....

২। চাউল কলের অবস্থান (মিলের নাম, যদি থাকে) এবং ঠিকানা ঃ

.....

.....

৩। মিলের বিবরণ ঃ

- মিলের ধরণ ঃ.....
- চিমনীর উচ্চতা ঃ.....
- রাবার শেলার/রবার রোলার/এঙ্গেলবার্গ ঃ.....
- চাতালের পরিমাপ ঃ.....
- মোটর সংখ্যা ও ক্ষমতা ঃ.....
- গুদামের অবস্থান ও ধারণ ক্ষমতা ঃ.....

৪। মিলের জমির মালিকানার ধরণ ঃ.....

(মালিকানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৫। বিদ্যুৎ বিভাগের সংযোজন/ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ ঃ.....
(ছাড়পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ ঃ.....
(ছাড়পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি এই আবেদনে উল্লিখিত চাউল কলের মালিক। আমি বাংলাদেশ চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ ও ফরম-২ এ বর্ণিত লাইসেন্সের শর্তাদি সাথে পাঠ করিয়াছি এবং উহার সকল শর্তাবলী মানিয়া চলিবার অঙ্গীকার করিতেছি।

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-২

[অনুচ্ছেদ ৫(২) দ্রষ্টব্য]

ছবি

চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ এর বিধান মোতাবেক লাইসেন্স ফরম

লাইসেন্স নং.....তারিখ.....

চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ বিধানসমূহ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী সাপেক্ষে জনাব ঃ .....পিতার নাম ঃ.....গ্রাম ঃ..... ডাকঘর ঃ.....থানা ঃ.....জেলা ঃ.....জাতীয় পরিচয়পত্র নং ..... কে এতদ্বারা ধান ছাঁটাইকরণ ও তদসংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। লাইসেন্সধারী নিম্নলিখিত স্থানে ধান ছাঁটাইকরণ ও তদসংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা করিবেন। (ঠিকানা).....।

বিঃ দ্রঃ—যদি একই ব্যক্তি একাধিক স্থানে ধান ছাঁটাইকরণের ব্যবসা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যেকটি স্থানের জন্য পৃথক পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐরূপ প্রত্যেকটি স্থানের জন্য ৩য় অনুচ্ছেদে বর্ণিত রিটার্ণ পৃথকভাবে দাখিল করিতে হইবে।

৩। লাইসেন্সধারী প্রতি পক্ষকালের মধ্যে (প্রত্যেক মাসের ১লা হইতে ১৫ই এবং ১৬ই হইতে মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত) চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ এর আদেশের তফসিলে বর্ণিত ৩নং ফরমে সরকারের নিকট রিটার্ণ দাখিল করিবেন যাহা পক্ষকাল শেষ হওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট উহা পৌঁছাইতে হইবে।

৪। লাইসেন্সধারী লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে কোন পরিমাণ ধান ক্রয় করিলে তাহা এই আদেশের তফসিলে বর্ণিত ফরম-৫ অনুযায়ী এই আদেশের অধীনে ডেপুটি কমিশনারের নিকট অবহিত করিবেন।

৫। সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে লাইসেন্সধারী, ছাঁটা চাউল অথবা ছাঁটা হইতেছে এমন ধান বিশেষ রীতি-নীতি এবং বিশেষ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত করিবেন।

৬। কি পদ্ধতিতে লাইসেন্সধারী তাহার হিসাব ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং কোন ভাষায় তাহার হিসাব রেজিস্টার ও রিটার্ণসমূহ লিখিত হইবে তৎসম্পর্কে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশাবলী লাইসেন্সধারী মানিয়া চলিবেন।

৭। হিসাব ও মওজুদ ধান বা চাউল যেখানেই থাকুক না কেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত সকল সময়ে পরিদর্শনের জন্য এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ঐ ধান বা চাউলের নমুনা সংগ্রহের জন্য সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্সধারী সব রকমের সুবিধাদি প্রদান করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—এই লাইসেন্স.....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং লাইসেন্স এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৩০ দিন পূর্বে উক্তরূপ লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে।

মিলের বিবরণ

- মিলের ধরণ ঃ.....
- দৈনিক/পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ঃ.....
- মোটর সংখ্যা ও ক্ষমতা ঃ.....
- চাতালের পরিমাপ ঃ.....

.....
লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

.....
লাইসেন্স প্রদানকারী অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল মোহর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-৩

[অনুচ্ছেদ ৫(৪) দ্রষ্টব্য]

চাউল কলের মজুদ, প্রাপ্তি, উৎপাদন, বিলি এবং অবশিষ্ট ধান ও চাউলের পাক্ষিক রিটার্ণ

প্রতিবেদনের সময়কাল ঃ.....

নাম .....লাইসেন্স নম্বর.....

ঠিকানা.....

দৈনিক ছাঁটাই ক্ষমতা.....

বিবরণী	পরিমাণ (মেঃ টনে)	
	ধান	চাউল
১) পাক্ষিকের প্রারম্ভে মজুদের পরিমাণ ঃ		
২) এই পক্ষে ছাঁটাইয়ের জন্য প্রাপ্ত ধানের পরিমাণ ঃ		
৩) মোট (শুধু ধানের জন্য) পরিমাণ ঃ		
৪) এই পক্ষে ছাঁটাইকৃত ধানের পরিমাণ ঃ		
৫) ৪ নম্বর আইটেমে বর্ণিত ধান ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলিত চাউলের পরিমাণ ঃ		
৬) এই পক্ষে বিক্রয় বা অন্যভাবে নিষ্পন্ন চাউলের পরিমাণ ঃ		
৭) পাক্ষিকের শেষে মজুদের পরিমাণ ঃ		

.....

তারিখ ঃ

লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর
ও
লাইসেন্স নং ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-৪

[অনুচ্ছেদ ৫(৪) দ্রষ্টব্য]

চাউল কলের জন্য মজুদকৃত ধান ও চাউল এর পরিমাণ এবং গুদামের অবস্থান সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র

প্রতিবেদনের সময়কাল ঃ.....

লাইসেন্সধারীর নাম	গুদামের ঠিকানা ও ধারণ ক্ষমতা	মজুদ পরিমাণ (মেঃ টনে)		মন্তব্য
		চাউল	ধান	

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক।

.....

তারিখ ঃ

লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

ও

লাইসেন্স নং ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-৫

[অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে প্রাপ্ত ধানের হিসাব বিবরণী

প্রতিবেদনের সময়কাল ঃ.....

বিবরণী	ধান (মেঃ টন)	উৎস (জেলার নাম)
১) পাক্ষিকের প্রারম্ভে চাউল কলের গুদামে মজুদকৃত ধানের পরিমাণ ঃ		
২) এই পাক্ষিকে লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে প্রাপ্ত ধানের পরিমাণ ঃ		
৩) এই পাক্ষিকে প্রাপ্ত মোট ধানের পরিমাণ ঃ		
৪) পাক্ষিক শেষে মজুদ ঃ		
৫) ধান থেকে প্রাপ্ত ফলিত চালের (ছাঁটাই করা হলে) পরিমাণ ঃ		
৬) ক্রয়কারী জেলার নাম ঃ		

.....

তারিখ ঃ

লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

ও

লাইসেন্স নং ঃ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান
সচিব।

এ. কে. এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।